শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত দক্ষিণভারতের রামানুজী সম্প্রদায় বা শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম পারায়ণ এক নিত্যকর্ম। হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগাদি তীর্থে এটি একটি অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য যে বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণাদি তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্নান করে ওই ঘাটে বসে বসেই বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করছেন। উত্তরাখণ্ডে বদরিনাথ ধামে প্রভাতে শ্রীমন্দিরের দ্বার খোলা হয় শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম মন্ত্র দ্বারা। বেদপাঠী ব্রাহ্মণেরা গর্ভগৃহের দ্বারের দুপাশে বসে বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করতে থাকেন। অন্দরে পূজারি 'রাওয়ালজী' শ্রীমূর্তির স্নানাভিষেক করতে থাকেন। এরপর সহস্রনামাবলী পাঠ হতে থাকে, প্রত্যেকটি নামের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তুলসীগুচ্ছ অর্পণ হতে থাকে নারায়ণের শ্রীচরণে। সন্ধ্যা হতেই দীর্ঘকাল ধরে হতে থাকে বারংবার শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম। স্বর্ণ-রজত আধারে কর্পূরারতি, দীপারতি সহ বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ হতে থাকে। ভক্তেরা নিজ নিজ নামগোত্রে সংকল্প করে এই পাঠ নারায়ণে অর্পণ করেন। সমস্তদিন বদরি শ্রীমন্দিরে ধ্বনিত হতে থাকে তাঁর সহস্রনাম। প্রায় একই ঘটনা অনুবর্তিত হয় পূর্বপ্রান্তের 'ধাম' শ্রীজগন্নাথপুরীতে, পশ্চিমপ্রান্তে শ্রীদ্বারকায়। নিত্য 'চারধাম' ধ্বনিত হয় নামের স্পন্দনে। বহু সাধকের কাছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামও এক নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে এই সহস্রনামটি উচ্চারিত হয়েছে কুরুপিতামহ শ্রীভীষ্মদেবের শ্রীকণ্ঠে। ইচ্ছামৃত্যুবরপ্রাপ্ত ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রপ্রাঙ্গণে শরশয্যায় শায়িত শুভক্ষণ উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায়, সেই সময়ে তিনি এই নারায়ণস্তুতিটি করেছেন প্রত্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্যে, পৌত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপদেশদানের অনুষঙ্গে।

মহাভারতের শান্তিপর্বের চল্লিশতম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক বর্ণিত হয়েছে। অভিষেকের পরদিন প্রভাতে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অন্তর্মুখ, ধ্যানাসনে স্থির হয়ে বসে আছেন। প্রাতঃপ্রণামে যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডবেরা এসেছেন কিন্তু গভীর ধ্যানে নিশ্চল মৌনমূর্তি শ্রীভগবান! ধ্যানশেষে তিনি ব্যুত্থিত হলে যুধিষ্ঠির বলছেন, "কী আশ্চর্য, মাধব, তুমি ধ্যান করছ? ত্রিলোকের সকল মঙ্গল তো? যদি একান্ত গোপনীয় না হয়, যদি আমাদের শোনার যোগ্যতা থাকে, তবে আমাদের বলো তোমার 'ধ্যেয়' কে, কী তোমার ধ্যানের বিষয়?"

উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে ভগবান বললেন, "পরমবৈষ্ণব, পরম ভক্ত, জ্ঞানবৃদ্ধ কুরুপিতামহ, গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম আমাকে স্মরণ করছেন, উত্তরায়ণ সমাগত, তাঁর মহাপ্রয়াণ সমুপস্থিত।" যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ প্রত্যক্ষ করলেন, "অবতারপুরুষের নরদেহে বিচ্ছুরিত হল দিব্য আলোর ছটা, অপার্থিব উজ্জ্বলতার ঝলক।" পরক্ষণেই লৌকিক সাধারণ স্তরে নেমে এসে ভগবান বললেন, "যুধিষ্ঠির, পিতামহের অন্তিম ক্ষণ সমুপস্থিত, এইসময় আমাদের সেখানে উপস্থিতির নৈতিক প্রয়োজন।"